৪০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JAN 1990
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

অভিন্ন প্রশ্নপত্র বাতিল আন্দোলনের নেপথ্যে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্নপত্রের যে নতুন বিধান করা হয়েছে তা বাতিলের দাবীতে দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চলছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা দৃশ্যত এ আন্দোলন করলেও একটি বিশেষ মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে আন্দোলনের নেপথ্যে কাজ করছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র মতে, কতিপয় শিক্ষক ব্যক্তিগত স্বার্থে কোচিং ও গাইড ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশে এ আন্দোলনের নেপথ্যে উস্কানি দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, শিক্ষকদের এই মহলটি প্রায় প্রতিবছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে কোচিং ও গাইড ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মুনাফার ভাগাভাগি করে। এইসব শিক্ষক আগে থেকেই কোচিং সেন্টার ও গাইড ব্যবসায়ীদের জন্য সাজেশন তৈরি করে দেন। এ সাজেশনের প্রায় ১০০ ভাগ কমন পড়ায় মুনাফাখোররা রমরমা ব্যবসা পেতে বসেছে। এইসব শিক্ষকের অনেকেই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গেও জড়িত। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই ওই বিশেষ মহলটির গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মতোই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোপনীয় সিদ্ধান্তটিও ফাঁস করে দেয়।

এদিকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুরসহ সহিংস আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বুধবার মিরপুরের বিভিন্ন স্থানে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা হরতাল ও গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এ আন্দোলনটি প্রথমে শুরু হয় রাজশাহী থেকে। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে এমন একটি খবর জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার পরই আন্দোলন শুরু হয়। গত নবেম্বর মাসে খবরটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সূত্রটি আরও জানায়, শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করতে ১০টি কমিটি দু'বছর ধরে কাজ করছে। শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ক এমন একটি কমিটির সুপারিশে ও শিক্ষক সমিতিগুলোর পরামর্শক্রমেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত। অভিন্ন প্রশ্নপত্র বাতিলের দাবীতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে।

ঢাকা কলেজের পরীক্ষার্থীরা কলেজের সামনে মিরপুর রোডে অবরোধ ও ভাঙচুর করে। সরকারী বাংলা কলেজের ছাত্ররা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেছে। পটুয়াখালীতে হরতাল করেছে।

মিডিয়া সিন্ডিকেটের এই প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা জানায়, অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে তারা অভিযোগ করে, এ সিদ্ধান্তটি বছরের শুরু থেকেই তাদেরকে জানানো উচিত ছিল। তা হলে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিল। টেকস্ট বই ও সিলেবাসের মধ্যেই প্রশ্নপত্র হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ যুক্তি খন্ডন করে তারা জানায়, বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কোনও একটি শিক্ষা বোর্ডের পূর্বের বছরের প্রশ্নগুলো পুনরায় পরের বছরেই থাকে না। সুতরাং তারা সে প্রশ্নগুলোকে বাদ দিয়ে সাজেশন তৈরি করেছে।

তাছাড়া পাঁচ বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্ন হলে অনেক বড় সাজেশন তৈরি করতে হবে যা এ কম সময়ের মধ্যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সমস্যার সৃষ্টি করবে। পরীক্ষার্থীরা আগামী বছর থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সুপারিশ করে। ছাত্ররা আরও জানায়, পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহার বাতিলসহ তাদের আরও কয়েকটি দাবী আছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি এক পর্যালোচনা সভায় জানানো হয়, যেহেতু পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডেরই এইচএসসি পর্যায়ে পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক অভিন্ন সে কারণে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ফলে ফলাফলের সমমানতা বিধান ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য অসুবিধা দূর হবে। তাছাড়া পারলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যেহেতু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে সেহেতু ফলাফলটিকে ভর্তির বস্তুনিষ্ঠ নির্ণায়ক হিসাবে গ্রহণযোগ্য করা যাবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ইরশাদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, প্রশ্নপত্রে গতানুগতিকতার বাইরে কিছু করা হবে না।